AKASHVANI (AIR)

RNU : KOLKATA

Bengali Text Bulletin

Date 08-07-2025 **Time: 7.35 A.M.**

বিশেষ বিশেষ খবরঃ-

১) শ্রম কোড বাতিল, কর্মসংস্থান, শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি সহ ১৭ দফা দাবিতে শ্রমিক সংগঠন এবং শিল্প ফেডারেশনগুলি আগামীকাল দেশ জুড়ে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে।

এর প্রেক্ষিতে আগামীকাল সব সরকারি ও আধা সরকারি দপ্তরের কর্মীদের ছুটি বাতিল করেছে রাজ্য সরকার।

পরিবহন ব্যবস্থা সচল রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে WBTC।

২) স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অযোগ্য হিসাবে চিহ্নিতরা বসতে পারবে না বলে কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে।

৩) সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজে আজ থেকে শুরু হচ্ছে পঠনপাঠন ।

৪) কলেরা নিয়ে এই মুহূর্তে উদ্বেগের কোনো কারণ নেই বলে মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন।

৫) নিম্নচাপ ও সক্রিয় মৌসুমী বায়ুর কারণে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশকিছু জেলায় বৃষ্টি হচ্ছে। রাতভর বৃষ্টিতে শহরের একাধিক এলাকা জলমগ্ন। মৎস্যজীবীদের আজও সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

৬) কলকাতা প্রিমিয়ার লীগ ফুটবলে মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট ২-০ গোলে রেলওয়ে এফসি-কে হারিয়ে দিয়েছে।

শ্রম কোড বাতিল, কর্মসংস্থান, শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি সহ ১৭ দফা দাবিতে শ্রমিক সংগঠন এবং শিল্প ফেডারেশনগুলি আগামীকাল দেশ জুড়ে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। SFI, আইসা, AISF, ও PSU সহ বামপন্থী ৫ টি ছাত্র সংগঠন এই ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়েছে।

এর প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার, আগামীকাল সব সরকারি ও আধা সরকারি দপ্তরের কর্মীদের ছুটি বাতিল করেছে। অর্থ দপ্তর থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, যেসব কর্মী ঐদিন অনুপস্থিত থাকবেন তাদের একদিনের বেতন কাটা যাবে। তার কর্মজীবন থেকেও ওই দিনটি বাদ পড়বে। তবে হাসপাতালে ভর্তি থাকলে বা পরিবারের কারো মৃত্যু হলে, আটই জুলাই এর আগে গুরুতর অসুস্থতার কারণে ছুটিতে থাকলে কিংবা মাতৃত্বকালীন ছুটি, চাইল্ড কেয়ার এবং আর্ণড লিভে থাকা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই নির্দেশ প্রযোজ্য নয়। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, কোনও কর্মী ঐদিন অনুপস্থিত থাকলে তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিস পাঠানো হবে। সন্তোষজনক উত্তর এবং যথাযথ নথি দেখাতে না পারলে তাঁর ছুটি মঞ্জুর করা হবে না। শোকজ নোটিসের জবাব না-দিলে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে পদক্ষেপ করা হবে।

আগামীকাল কলকাতা শহর ও শহরতলি অঞ্চলে পরিবহন ব্যবস্থা সচল রাখতে পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন নিগম-WBTC প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যাত্রীরা যাতে কোনো সমস্যার সম্মুখীন না হন সেজন্য সব রুটে প্রথম ও দ্বিতীয় শিফটে সর্বাধিক সংখ্যক গাড়ি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাতিল করা হয়েছে সমস্ত চালক,

কন্ডাক্টর এবং অন্যান্য কর্মীদের ছুটি। খোলা হয়েছে কন্ট্রোলরুম। আগামীকাল সকাল ছটা থেকে এই কন্ট্রোল রুম পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবে।

এদিকে, ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানিয়ে গতকাল ধর্মতলা থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত মিছিল করে শ্রমিক, কৃষক, মজদুর সহ বিভিন্ন সংগঠন।

এসএসসি-র নতুন নিয়োগ পরীক্ষায়, অযোগ্য হিসাবে চিহ্নিতরা বসতে পারবে না বলে কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুসারে জারি, স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের হওয়া আবেদনের শুনানিতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য্য গতকাল জানান, অযোগ্য হিসাবে চিহ্নিত কোনো প্রার্থী যদি ইতোমধ্যেই আবেদন করে থাকেন, তবে তা বাতিল করতে হবে।

উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মী চাকরী বাতিলের পর গত ৩০ শে মে নতুন করে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করে শিক্ষা দপ্তর। প্রায় ৪৪ হাজার শূন্য পদের ঐ বিজ্ঞপ্তি নিয়ম মেনে হয়নি বলে দাবি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়।

এদিকে, চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকরা আদালতের রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করলেও কিছু প্রশ্ন তুলেছেন। যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের আহ্বায়ক মেহেবুব মন্ডল বলেছেন, ২০১৬ এবং ২০২৫ এর পরীক্ষার মধ্যে পদ্ধতিগত কিছু জটিলতা রয়েছে। অনেক বিষয়ে আসন সংখ্যাও কমে গেছে। কিন্তু আদালতের রায়ে এই বিষয়গুলির কোনো সমাধান হয়নি।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, স্কুলগুলিতে তৃণমূল কংগ্রেস ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা টাকার বিনিময় চাকরী পয়েছেন, তা বারবার প্রমাণিত হয়েছে।

বাইট শুভেন্দু

সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজে আজ থেকে পঠনপাঠন শুরু হচ্ছে। সপ্তাহ খানেক বন্ধ থাকার পর গতকাল কলেজ খুললেও ক্লাস চালু হয়নি। শুধুমাত্র স্নাতক স্তরের প্রথম সেমিস্টারের ফর্ম ফিল-আপ চলে। আজ থেকে এল এল এমের ক্লাস শুরু হচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত ২৫ জুন কলেজ ক্যাম্পাসে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠার প্রেক্ষিতে ২৯ তারিখ কলেজ কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ক্লাস বন্ধ রাখার কথা জানায়। কলেজ পরিচালন সমিতির এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এরপর কলকাতা হাইকোর্ট সেখানে পঠন পাঠন চালু করার নির্দেশ দেয়। যদিও বন্ধ থাকবে নিরাপত্তীরক্ষী এবং ছাত্র সংসদের ঘর।

ল কলেজ ফের খুললেও ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা কতটা নিশ্চিত হবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। দলের রাজ্য মুখপাত্র দেবজিত সরকার বলেছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের অনুগামী ছাত্রীও যেখানে সুরক্ষিত নন, সেখানে অন্যদের নিরাপত্তা কে দেবে।

বাইট-দেবজিৎ

কলেজে ছাত্রছাত্রীদের সুরক্ষা দিতে পুলিশকে ব্যবহারের এই নিদর্শন রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা বলে কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী মন্তব্য করেছেন।

বাইট অধীর

আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাজ্য সরকার আরও এক দফায় আইপিএস স্তরে বেশ কয়েকটি রদবদল করেছে। স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তর বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে, এসসিআরবি-র ডিজিপি সিদ্ধনাথ গুপ্তাকে রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগের ডিজির দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের এডিজি ও আইজিপি পদে থাকা আইপিএস আধিকারিক জ্ঞানবন্ত সিং পাচ্ছেন ট্রাফিক ও পথ নিরাপত্তা বিভাগের এডিজি ও আইজিপির দায়িত্ব। এই পদে ছিলেন ড. রাজেশ কুমার সিং। তাঁকে পাঠানো হল রাজ্য পুলিশের এডিজি এবং আইজিপি (নীতি নির্ধারণ) পদে।

আর জি কর হাসপাতালে চিকিৎসক পড়ুয়াকে খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় অকুস্থলে যেতে চেয়ে নির্যাতিতার পরিবারের আবেদনের আজ শুনানি হবে শিয়ালদা আদালতে। আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ এবং টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিত্ মন্ডলকে আজ আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন অতিরিক্ত মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট অরিজিত্ মন্ডল। সবপক্ষের মতামত শোনার পরই এব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে আদালত।

উল্লেখ্য, আর জি কর কান্ডে তথ্য প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে ধৃত সন্দীপ ও অভিজিতকে আগেই জামিন দিয়েছে আদালত। যদিও আর্থিক দুর্নীতি মামলায় এখনও জেল হেফাজতে রয়েছেন সন্দীপ ঘোষ।

ন্যায়বিচারের দাবিতে আগামী ৯ ই আগস্ট কালিঘাট অভিযানের ডাক দিয়েছে অভয়া মঞ্চ। হাজরায় জমায়েতের পর কালিঘাটের দিকে এগিয়ে যাবেন তারা। পুলিশ অনুমতি না দিলে বা বাধা সৃষ্টি করলে তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছেন

অভয়া মঞ্চের আহ্বায়ক ডাক্তার তমোনাশ চৌধুরী। অভয়ার বাবা মা-ও ঐদিন এই অভিযানে যোগ দেবেন বলে জানা গেছে। গতকাল প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ডাক্তার পুণ্যব্রত গুণ, তমোনাশ চৌধুরী এবং মনীষা আদক চার দফা দাবিতে সরব হন। এর মধ্যে অন্যতম হল মুখ্যমন্ত্রী এবং তৎকালীন কলকাতা পুলিশ কমিশনারদের তদন্তের আওতায় আনতে হবে। দুর্নীতি ও অপরাধের সঙ্গে শাসকদলের যারা জড়িত রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

কলেরা নিয়ে এই মুহূর্তে উদ্বেগের কোনো কারণ নেই বলে মেয়র ফিরহাদ হাকিম আশ্বস্ত করেছেন। সম্প্রতি কলকাতায় এক কলেরা আক্রান্তের সন্ধান মেলার প্রেক্ষিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, রোগের কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আক্রান্ত ব্যক্তি যে এলাকায় সেই জায়গার পানীয় জলের নমুনা পরীক্ষা করা হবে।
উল্লেখ্য, আক্রান্ত ব্যক্তি পিকনিক গার্ডেন এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বর্ষার মরশুমে ডেঙ্গুর প্রকোপের কথা মাথায় রেখে পুরসভার কর্মীরা প্রতিটি ওয়ার্ডে গিয়ে নজরদারি চালাচ্ছে বলে পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী, মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন । পুর ভবনে গতকাল তিনি বলেন, প্রত্যেক শনি ও রবিবার ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া সম্পর্কে মাইকে প্রচার করে শহরবাসীকে সচেতন করছে পুরসভা। বাড়ির চারপাশে বা অন্য কোথাও যাতে জল জমে না থাকে সে ব্যাপারে সকলকে সতর্ক থাকার আবেদন জানিয়েছেন মেয়র। এনিয়ে অযথা আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

শহরে সাম্প্রতিক কয়েকটি অগ্নিকাণ্ডের প্রেক্ষিতে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গঠিক টাস্কফোর্সের সদস্যরা গতকাল বৈঠকে বসেন। পুরমন্ত্রী ও কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের নেতৃত্বে ওই বৈঠকে অগ্নি নির্বাপণের ঘটনারোধে শীঘ্রই মান্যকার্যবিধি SOP প্রণয়ন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই SOP সংক্রান্ত রিপোর্ট মন্ত্রিসভার বৈঠকে পেশ করা হবে।

বৈঠকে দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের মন্ত্রী জাবেদ আহমেদ খান, পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, আবাসন, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের সচিব, ডিজি ফায়ার ,কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের কর্তারা অংশ নেন।

গাঙ্গেও পশ্চিমবঙ্গে তৈরি নিম্নচাপ এবং সক্রিয় মৌসুমী বায়ুর কারণে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় গতকাল থেকেই বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হচ্ছে। রাতভর বৃষ্টির জেরে ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি, পাতিপুকুর আন্ডারপাস, সেন্ট্রাল এভিনিউ এবং পার্ক সার্কাস সহ শহরের একাধিক এলাকায় জলমগ্ন। আগামী দুই থেকে তিন ঘণ্টার মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুর কলকাতা হাওড়া উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন স্থানে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি এবং ঝোড়ো হওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। মৎস্যজীবীদের আজও সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতেও হাল্কা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

ব্যারাকপুর স্টেডিয়ামে গতকাল কলকাতা প্রিমিয়ার ডিভিশন ফুটবল লিগের ম্যাচে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ২-০ গোলে রেলওয়ে এফ সি, কে হারিয়ে দিয়েছেন। গোল করেন সন্দীপ মালিক ও শিবম মুন্ডা। অখেলোয়ারসুলভ আচরণের কারণে রেফারি মোহনবাগানের সালাউদ্দিন এবং রেলের সুদীপ্ত ব্যানার্জী ও সৌমিক কোলেকে লাল কার্ড দেখিয়ে বহিষ্কার করেন।

এদিকে খেলার প্রথমার্ধে রেলের তারক হেমব্রম গুরুতর চোট পান। তাকে হাসপতালে নিয়ে যেতে হয়।

কল্যাণীতে অন্য ম্যাচে পুলিশ এ সি ৩-০ গোলে জর্জ টেলিগ্রাফকে হারিয়ে দিয়েছে। চুঁচুড়ায় আর একটি ম্যাচে সুরুচি সংঘ ৬-০ গোলে মেসারস ক্লাবের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছে।

--------------------- ---------------------